

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৫ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৮০ (মু: ও প্র:)-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৫ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ৮০, ২০২৫

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু Bidi Manufacture (Prohibition) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LVII of 1975) রহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ পরিমার্জন করিয়া ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এ সন্নিবেশ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(১৪১১৩)

মূল্য : টাকা ১২.০০

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন।—ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারায় দুইবার উল্লিখিত “ইং” শব্দের পরিবর্তে “স্থিতিব্দ” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(কক) ‘কুম্ভি পাতা বা টেন্ডু পাতার বিড়ি’ অর্থ কুম্ভি পাতা বা টেন্ডু পাতায় মোড়ানো বা তৈরিকৃত বিড়ি এবং অন্য কোনো গাছের পাতা দ্বারা মোড়ানো বা তৈরিকৃত বিড়িও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু কাগজ দ্বারা মোড়ানো প্রচলিত বিড়ি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;”;

(খ) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(খ) ‘তামাক’ অর্থ কোনো নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদসম্পর্কিত অন্য কোনো উদ্ভিদ বা উহাদের কোনো পাতা বা ফল, শিকড়, ডাল বা উহার কোনো অংশ;”;

(গ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(গ) ‘তামাকজাত দ্রব্য’ অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্মাস হইতে প্রস্তুতকৃত যে-কোনো দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় বা অন্য কোনোভাবে সেবন করা যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার, হক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণ (mixture) এবং ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্টস যেমন: ই-সিগারেট (e-cigarette) বা ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ENDS), হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্ট (HTP), নিকোটিন পাউচ, এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, ঘোষিত অন্য কোনো নিকোটিন দ্রব্য, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ব্যাখ্যা—(১) ‘ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ENDS)’ অর্থ এইরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস যাহার দ্বারা নিকোটিনযুক্ত বা নিকোটিন ব্যতীত ফ্লেভারযুক্ত পদার্থকে উত্তপ্ত করিয়া ধোঁয়া, বাষ্প বা এরোসল তৈরি করে এবং ব্যবহারকারী কর্তৃক শ্বাসের সহিত মুখে টানিয়া গ্রহণ করা হয়, যথা: ইলেকট্রনিক বা ই-সিগারেট, ই-হক্কা ও সমগোত্রীয় ডিভাইস, তাহা যে নামেরই হউক না কেন, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) ‘হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্ট’ অর্থ এইরূপ তামাকজাত দ্রব্য, যাহা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে তাপ উৎপন্নপূর্বক নিকোটিন এবং অন্যান্য রাসায়নিকযুক্ত এরোসল উৎপন্ন করে এবং যাহা ব্যবহারকারী কর্তৃক শ্বাসের সহিত মুখে টানিয়া গ্রহণ করা হয়;”;

(ঘ) দফা (ঙ) বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঙঙ) এবং দফা (ঙঙঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(ঙঙ) ‘নিকোটিন’ অর্থ প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত বা কৃত্রিমভাবে বা অন্য যে-কোনো উপায়ে প্রস্তুতকৃত যে-কোনো প্রকারের নিকোটিন, তাহা কঠিন, তরল ও বায়বীয় যে প্রকারেই হউক না কেন;

(৬৬৬) ‘নিকোটিন দ্রব্য’ অর্থ মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত নিকোটিনযুক্ত দ্রব্য বা ইহার মিশ্রণ; তবে তামাক ব্যবহার পরিত্যাগে সহায়তার জন্য ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রদানের নিমিত্ত নির্ধারিত নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির প্রয়োজনে ব্যবহৃত নিকোটিন দ্রব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;”;

(৬) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(চ) ‘পাবলিক প্লেস’ অর্থ সরকারি-বেসরকারি মালিকানা নির্বিশেষে জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য যে-কোনো স্থান যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ভবন, ক্লিনিক ভবন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন ও প্ল্যাটফর্ম, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, যে-কোনো ধরনের হোটেল, রেস্টুরেন্ট, খাবার দোকান, কফি হাউজ এবং উল্লিখিত পাবলিক প্লেসমূহের প্রাঙ্গণ, কমিউনিটি সেন্টারসহ যে-কোনো ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানস্থল, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা, পাবলিক পরিবহণে আরোহণের উদ্দেশ্যে যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারিসহ সেবাগ্রহণের নিমিত্ত মানুষের যে-কোনো সারি অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে-কোনো বা সকল স্থান;”;

ব্যাখ্যা—পাবলিক প্লেস-এর সংজ্ঞার্থে অন্তর্ভুক্ত সকল ভবনের বারান্দা, প্রবেশ ও বহির্গমন গেইট এবং ভবন সংশ্লিষ্ট এলাকা তাহা আচ্ছাদিত বা উন্মুক্ত যেভাবেই হউক না কেন, ভবনের সামনে ও পেছনের মাঠ, উন্মুক্ত স্থান বা বাগানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;”;

(চ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত ‘যান্ত্রিক’ শব্দটির পরিবর্তে ‘যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত ‘এবং’ শব্দটি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(জ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(ঝ) ‘ব্যক্তি’ অর্থ ব্যক্তি, কোম্পানি, সমিতি, সংস্থা বা ব্যক্তিসমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, এবং তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;”

(ঝ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঞ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

“(ঞ) ‘স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং’ অর্থ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের আকার (shape), আয়তন (size), মোড়কের উপাদান, মোড়কজাতকরণ এবং মোড়কে তামাকজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও সংখ্যাসংক্রান্ত সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং।”

৪। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এ উল্লিখিত “(২০০৯ সনের ১৪ নং আইন)” সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি এবং বন্ধনীর পর “, গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৯ নং আইন), রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২০ নং আইন)” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি এবং বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

- (ক) উপানুষ্ঠায় উল্লিখিত ‘ধূমপান’ শব্দটির পরিবর্তে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—
- “(১) কোনো ব্যক্তি কোনো পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না:
- তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কোনো পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।”; এবং
- (গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ‘তিনশত টাকা’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘দুই হাজার টাকা’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর—
- (অ) দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) ও ব্যাখ্যা এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) ও ব্যাখ্যাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—
- “(ঘ) কোনো প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট মাধ্যম, ওয়েবসাইট, ওয়েবপেইজ, ইলেক্ট্রনিক মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য-সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;
- (ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোনো সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ও ইলেক্ট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম ব্যবহারের দৃশ্য ও তামাকজাত দ্রব্য বা দ্রব্যের মোড়ক টেলিভিশন, রেডিয়ো, ইন্টারনেট, ওটিটি (Over The Top-OTT) প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপস (Apps), মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না;
- (চ) তামাকজাত দ্রব্যের ব্র্যান্ড নাম বা মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সদৃশ অন্য কোনো দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না এবং অন্য কোনো পণ্যের ব্র্যান্ড নাম বা মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সদৃশ কোনো তামাকজাত দ্রব্য ও ইলেক্ট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম-এর মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;
- (ছ) কোনো ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়স্থলে (point of sales) তামাকজাত দ্রব্যের কোনো ধরনের প্যাকেট, কৌটা, খালি বা নমুনা মোড়ক প্রদর্শনসহ যে কোনো উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;”

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

- (ক) “তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার” অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) “ইন্টারনেট” বলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ২ এর দফা (৮) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ইন্টারনেটকে বুঝাইবে;

(গ) “ইলেকট্রনিক মেইল” বলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ২ এর দফা (৯) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ইলেকট্রনিক মেইলকে বুঝাইবে।”;

(আ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ দফা (জ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

“(জ) ক্রেতার নিকট বিক্রয়ের সময় ব্যতীত বিক্রয়স্থলে (point of sales) সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্য বা উহার মোড়ক বা প্যাকেট দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে হইবে।”;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৩) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (Corporate Social Responsibility) নামে কোনো তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক ও প্রতীক ব্যবহার করা যাইবে না এবং কোনো বাণিজ্যিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে অথবা কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির নামে কোনো প্রকার সহায়তা প্রদান করা যাইবে না।”; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত ‘এক লক্ষ টাকা’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘পাঁচ লক্ষ টাকা’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ২০০৫ সনের ১১নং আইনে নূতন ধারা ৬খ, ৬গ, ৬ঘ ও ৬ঙ এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৬ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬খ, ৬গ, ৬ঘ ও ৬ঙ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“৬খ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ইত্যাদির সীমানার মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ।—(১) কোনো ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ও শিশু পার্কের সীমানার ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সময় সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সীমানার পরিধি বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬গ। ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম, ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্টস ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—(১) কোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম, উহার যন্ত্রাংশ বা অংশ বিশেষ (ই-সিগারেট, ভ্যাপ, ভ্যাপিং, ভ্যাপার ও ই-লিকুইড ইত্যাদি), হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্টস বা ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্টস যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, সংরক্ষণ, বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা, প্রণোদনা, পৃষ্ঠপোষকতা, বিপণন, বিতরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহণ করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মালামাল জন্দসহ কোম্পানির মালিক, ব্যবস্থাপক বা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত কোম্পানির তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম, উহার যন্ত্রাংশ বা অংশ বিশেষ (ই-সিগারেট, ভ্যাপ, ভ্যাপিং, ভ্যাপার ইত্যাদি), হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্টস যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ব্যবহার করিবেন না।

(৫) কোনো ব্যক্তি উপধারা (৪)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৬। কুস্তি পাতা, টেন্ডু পাতার বিড়ি ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—(১) কোনো ব্যক্তি কুস্তি পাতা, টেন্ডু পাতা বা অন্য কোনো গাছের পাতা দ্বারা মোড়ানো বিড়ি উৎপাদন, আমদানি, মজুত, বিপণন, বিতরণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয় করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক লেনদেন স্থগিত বা জন্দসহ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি কুস্তি পাতা, টেন্ডু পাতা বা অন্য কোনো গাছের পাতা দ্বারা মোড়ানো বিড়ি ব্যবহার করিবেন না।

(৫) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৭। তামাকজাত দ্রব্যের সাথে আসক্তিমূলক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।—(১) কোনো ব্যক্তি তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের সহিত কোনো ক্ষতিকর আসক্তিমূলক দ্রব্য অথবা কোনো মিশ্রণ যুক্ত করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।”

৮। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৭ ও ধারা ৭ক এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ৭ ও ধারা ৭ক বিলুপ্ত হইবে।

৯। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ‘ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে’ শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ‘এক হাজার টাকা’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘পাঁচ হাজার টাকা’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ‘কোনো পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কোনো পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহণ এবং তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়স্থলে ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (৩)-এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—
- “(৩ক) এই আইনের বিধান লঙ্ঘনপূর্বক কোনো ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা অন্য কোথাও যদি কোন তামাকজাত দ্রব্যের কোন বিজ্ঞাপন প্রচার বা প্রদর্শন বা অন্য কোনভাবে প্রচারণা করিলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অবৈধ প্রচার বন্ধ করিতে এবং প্রচারণা সামগ্রী বা উপকরণ অপসারণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন, উক্তরূপ নির্দেশ সত্ত্বেও উক্ত অবৈধ প্রচার বন্ধ না করিলে এবং প্রচারণা সামগ্রী বা উপকরণ অপসারণ না করিলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ বা উপকরণ অপসারণের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নিতে পারিবেন।”; এবং
- (গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত ‘উপ-ধারা (৩) এর অধীন’ শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে ‘উপ-ধারা (৩) ও (৩ক) এর অধীন’ শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—
- “(১) তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন, বস্তা ও কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঞ্জন ছবি ও লেখাসম্বলিত স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মুদ্রণ করিতে হইবে।”;
- (খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ‘বিবৃতি’ শব্দের পর ‘এবং উৎপাদনের তারিখ উল্লেখসহ’ শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;
- (গ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত ‘বিবৃতি’ শব্দের পর ‘এবং উৎপাদনের তারিখ’ শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;
- (ঘ) উপ-ধারা (৬)-এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:—
- “(৭) এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মালামাল জন্মসহ কোম্পানির মালিক, ব্যবস্থাপক বা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত কোম্পানির তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।”।

১২। ২০০৫ সনের ১১নং আইনে নূতন ধারা ১০ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“১০ক। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ব্যতীত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের উপর বিধিনিষেধ।—(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি মোড়ক বা কৌটা ব্যতীত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক ও কৌটার আকার, আয়তন ও ওজন, উহাতে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণ, উৎপাদনের তারিখ এবং কুইটলাইন হেল্প নম্বর মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মালামাল জন্মসহ কোম্পানির মালিক, ব্যবস্থাপক বা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত কোম্পানির তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।”।

১৩। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

“(৩) এই আইনের অধীন কোনো অভিযোগ দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।”।

১৪। ২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (কক) এর শেষে উল্লিখিত “এবং” শব্দ বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ককক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(ককক) The Bidi Manufacture (Prohibition) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LVII of 1975);”।

তারিখ: ১৫ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব।